প্রথম আলো

সম্পাদকীয়

English translation

Presented by *Class Hour*

স্বাগত নববর্ষ
শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, হৃদয়ে ধারণ করতে হবে

প্রকাশ: ১৪ এপ্রিল ২০২২

(Shubho Noboborsha
We must uphold the spirit in our heart

Published: 14 Apr 2022)

আজ পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। গত দুই বছর করোনা সংক্রমণের কারণে দেশবাসী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে পারেনি। বের হয়নি মঙ্গল শোভাযাত্রাও। করোনার সংক্রমণ কমে যাওয়ায় এ বছর বিপুল উৎসাহ নিয়ে নববর্ষকে বরণ করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন।

(Today is Pahela Baishakh, the first day of the Bangla new year. People could not celebrate the Bangla New Year with festivity due to the corona infection in the last two years. The colourful rally, Mangal Shobhajatra, could not be brought out. With the decrease in corona prevalence, various programmes have been taken up at the government and private levels to welcome the New Year with vibrancy this year. On the occasion of Bangla New Year, Prime Minister Sheikh Hasina addressed the nation last evening.)

দুই বছর পর এবার ছায়ানটের উদ্যোগে রমনার বটমূলে ঐতিহ্যবাহী সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তাদের প্রতিপাদ্য 'নব আনন্দে জাগো'। এর অর্থ অতীতের গ্লানি-দুঃখ-জরা মুছে ফেলে আমরা আনন্দময় জীবনের দিকে যাত্রা করব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদও সীমিত পরিসরে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। কেবল ঢাকা নয়, সারা দেশই নববর্ষকে বরণ করতে প্রস্তুত।

(After two years, the Nababarsha celebrations have been organised at Ramna with traditional music. This year's motto is 'Wake with new joy' which means we will get rid of the grime, grief and decay of the past and move towards a happy life. The Faculty of Fine Arts of Dhaka University is also organising 'Mangal Shobhajatra' and cultural programmes on a limited scale. Not only Dhaka, the whole country is ready to welcome the New Year.)

সম্রাট আকবরের সময় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা নববর্ষ চালু হয়। এরপর থেকে নববর্ষকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা সারা বছরের হিসাব-নিকাশ করে থাকেন, হালখাতা খোলেন। ক্রেতারা বকেয়া শোধ করেন। শত শত বছর ধরে এ ধারা চলে এলেও করোনার কারণে গত দুই বছর ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা স্থবির ছিল। আশার কথা, এ বছর করোনার প্রকোপ কমে যাওয়ায় বৈশাখী অর্থনীতি বেশ চাঙা হয়েছে। নববর্ষের দুই সপ্তাহ পরই মুসলমান সম্প্রদায়ের পবিত্র ঈদুল ফিতর। ফলে কেনাকাটার মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

(The Bangla New Year was introduced during the reign of Emperor Akbar to facilitate the collection of rent. From then onwards, the merchants used to settle accounts for the whole year and observe Halakhata (Day to collect the credits). Although this trend has been going on for hundreds of years, businesses have come to a standstill in the last two years due to Covid. Hopefully, the economy has recovered a lot this year due to the reduction in Covid infections. The holy Eid-ul-Fitr of the Muslim community will be taking place two weeks after the New Year. As a result, the business will be boosted further.)

এরই মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের বরাত দিয়ে একটি সতর্কবার্তা জারি করেছে। কয়েকটি বন্ধুরাষ্ট্রের বরাত দিয়ে তারা বলেছে, এবার পয়লা বৈশাখে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে জঙ্গিবাদীরা তৎপর হয়ে উঠতে পারে। এ বার্তা আমাদের উদ্বিগ্ন করে। কেননা, এখানে যে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে, তারা কেবল নববর্ষ উদ্‌যাপন নয়, বাঙালির আত্মপরিচয় মুছে দিতে মরিয়া।

(Meanwhile, the Dhaka Metropolitan Police (DMP) has issued a warning citing several neighbouring countries. They said this time around, militants could be active in Bangladesh, India and Pakistan during the Baishakh. This message worries us. Because, the militant groups not only want to foil celebrations of New Year, but also are desperate to erase the identity of Bangalis.)

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১ বৈশাখ রমনা বটমূলে বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালিয়ে ৯ জন মানুষকে হত্যা করে জঙ্গিরা। এ ছাড়া যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলাসহ আরও অনেক নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে এ অপশক্তি। আমরা আশা করতে চাই, জঙ্গিগোষ্ঠীর যেকোনো অপতৎপরতা ও নাশকতা প্রতিরোধ করার সক্ষমতা আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আছে।

(Militants killed 9 people in a bomb attack on the New Year celebrations at Ramna Batamul in 2001. Apart from this, this evil force has conducted many more incidents of sabotage including the bomb attack at Udichi conference in Jashore . We hope that our law enforcement agencies have the capability to prevent any assault and sabotage by the militants.)

সতর্কবার্তা পাওয়ার পর তারা রমনা বটমূলসহ সর্বত্র বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নিয়েছে। আমরা তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। নিরাপত্তার জন্য বিধিনিষেধের প্রয়োজন আছে। তবে সেই বিধিনিষেধের মাত্রা এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে উৎসবের আনন্দ বিড়ম্বনায় পরিণত হয় এবং মানুষ ঘরে বন্দী থাকতে বাধ্য হয়।

(After receiving the warning, they have beefed up security for the Bengali New Year celebrations everywhere including Ramna. We welcome their initiative. Restrictions are necessary for security. However, the level of restrictions should not be such that the joy of the festival turns into harassment and people are forced to stay indoors.)

বাংলা নববর্ষ বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ এতে অংশ নিয়ে থাকে। এটি আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলা নববর্ষেরও একটি উজ্জ্বল ভূমিকা আছে।

(Bangla New Year is a widespread festival of Bangalis. People of all classes and professions irrespective of religion, caste and creed take part in it. It is an integral part of our history and tradition. Bangla New Year also has a bright role in the struggle to establish the identity of Bangalis.)

পাকিস্তান আমলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানাভাবে বাধা দেওয়া হতো। এখন পয়লা বৈশাখ জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, আমাদের চিন্তাচেতনা, মনন ও প্রাত্যহিক জীবনে যেন আমরা বাংলা নববর্ষকে ধারণ করি। স্বাগত ১৪২৯।

(During the Pakistan period, the celebration of Bangla New Year was obstructed in various ways. Now Baishakh is being celebrated nationally. Not just formality, we must internalise this in our thinking, contemplations and daily life. Welcome 1429.)